ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের’ উপায় শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করার বিষয়টি উল্লেখ করলেও বাস্তবে একের পর এক জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক পরিবেশ বিধ্বংশী কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে তা উপেক্ষা করা হচ্ছে। এনডিসিতে প্রতিশ্রুত প্রশমন কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নির্বিচারে বন ধ্বংস করা হচ্ছে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে অধিক কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে জাতীয় প্রশমন অঙ্গীকার প্রতিপালনে প্রতিনিয়ত ব্যাত্যয় ঘটানো হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রশমন খাতে সরকারী ও বেসরকারী অর্থায়ন ও নানাবিধ কার্যক্রম থাকলেও এই খাতে অংশীজন ও তাদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ এখনো অনুপস্থিত। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় প্রশমন অর্থায়নের ভবিষ্যত উদ্যোগসমূহের সাথেও বিভিন্ন পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবিড়ভাবে জড়িত থাকবে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানসমূহের বাস্তবায়িত প্রশমন প্রকল্পসমূহে সুশাসন চর্চার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এখনো কোনো নিবিড় গবেষণা করা হয়নি। তাছাড়াও এনডিসি এ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়নের কলেবর নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে দেশি-বিদেশী উৎস হতে প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা (২৭ বিলিয়ন ডলার) সংগ্রহ ও ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও টিআইবির ইতোমধ্যে সম্পন্ন বিভিন্ন গবেষণায় জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই অর্থ ব্যয়ে সুশাসনের ঝুঁকি বিদ্যমান।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হয়েও বাংলাদেশের স্বপ্রণোদিত বিভিন্ন উদ্যোগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। এই অর্জনকে এগিয়ে নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে বহুমুখী উৎকর্ষ নিশ্চিত করা ও সুশাসনের মৌলিক উপাদানসমূহকে বাংলাদেশের জলবায়ু অর্থায়নে টেকসই করার উদ্দেশ্যে সরকারসহ সকল অংশীজনের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে টিআইবি ২০১০ সন হতে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। টিআইবির জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে পরিচালিত নানাবিধ গবেষণায় সুশাসনের ঘাটতি ও জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবহারে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে (টিআইবি ২০১৩, ২০১৭)। জলবায়ু অভিযোজন অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা হলেও বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে প্রশমন খাত সংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং অংশীজনদের কার্যক্রমে সুশাসনের আঙ্গিকে বিশ্লেষণের ঘাটতি অনুপস্থিত রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় পর্যায়ে প্রশমন অর্থায়নের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও সম্ভাবনা বিবেচনা করে এ সংক্রান্ত নিবিড় গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে এনডিসি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতে প্রশমন অর্থায়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবদানের সুযোগ হয়েছে। বিদ্যমান প্রশমন অর্থায়ন ও এর ব্যবহারে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হলে তা উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সুশাসন নিশ্চিতে সহায়ক হবে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতকরণে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা হিসেবে এই গবেষণাটির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- প্রশমন অর্থায়ন ও সংশ্লিষ্ট জাতীয় আইন/নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির পর্যালোচনা করা;
- বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ; এবং
- চিহ্নিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গবেষণাটিতে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয় ও তথ্যদাতার ধরনভেদে পৃথক চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে রয়েছে প্রশমন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি; প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী; স্থানীয় জনপ্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তা; স্থানীয় জনপ্রতিনিধি; প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও অর্থায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি। এছাড়া প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণের সাথে দলীয় আলোচনা এবং ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, গবেষণাভুক্ত ২টি প্রকল্পের প্রত্যেকটি সৌর-বিদ্যুৎভিত্তিক সড়কবাতির স্থান এবং কার্যকারিতার প্রামাণ্য চিত্র জিপিএস এর মাধ্যমে নেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, নীতিমালা,

নির্দেশিকা; প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন; অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন; প্রকল্প প্রস্তাবনা ও ওয়েবসাইট ইত্যাদি হতে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: গবেষণাটিতে প্রশমন সংক্রান্ত জাতীয় নীতি/কৌশল/অঙ্গীকার/প্রতিশ্রুতি, বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি উৎস হতে প্রশমন অর্থায়ন এবং বিসিসিটিএফ প্রকল্প/কার্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সুশাসনের ৬টি নির্দেশকের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, গবেষণায় প্রশমন অর্থায়ন ব্যবহারে সুশাসন পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল এর অর্থায়িত ৭ টি প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য বিসিসিটিএফ এর প্রশমন খাতে বরাদ্দকৃত তহবিলের ১১%।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণায় সুশাসনের কোন কোন নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় সুশাসনের ৬টি নির্দেশক - সক্ষমতা, সামঞ্জস্যতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনঅংশগ্রহণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতির আলোকে প্রশমন অর্থায়ন ও বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রকল্পসমূহে সুশাসনের চর্চা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সক্ষমতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম, প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে প্রশমন প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লেখিত কার্যক্রমের সাথে বাস্তবায়ন সামঞ্জস্যতার বিষয়টি দেখা হয়েছে। এছাড়া স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে স্ব-প্রণোদিত তথ্যের উন্মুক্ততা এবং চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদান ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। জনঅংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং প্রকল্পে নারী ও অতি দরিদ্রের মতামতকে বিবেচনা করা হয়েছে। জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে প্রকল্প তদারকি, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা এবং অনিয়ম-দুর্নীতি ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণায় কোন সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে?

উত্তর: জুন ২০১৮ থেকে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা এবং সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়সহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই (ট্রায়াঙ্গুলেশন) করা হয়েছে। এছাড়া তথ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি এবং সংশ্লিষ্ট/প্রাসঙ্গিক তথ্যের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গবেষণা দলকে প্রদত্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ হলো–

- এনডিসি'তে প্রতিশ্রুত ১৫% প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক উৎস হতে তহবিল সংগ্রহে কোনো পথনকশা না থাকা এবং কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহ হতে সরাসরি তহবিল সংগ্রহে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর অভিগম্যতা অর্জনে ব্যর্থতা;
- পরিবেশ সুরক্ষায় সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও প্রশমনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ না করে উল্টো কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ;
- প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, জনঅংশগ্রহণ ব্যবস্থা, স্থানীয়ভাবে প্রকল্পের চাহিদা এবং গুরুত্ব বিবেচনা না করে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্পে অর্থায়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন;
- প্রশমন কার্যক্রমের স্থান ও সময় ভিত্তিক কোনো প্রাধিকার ক্রম নির্ধারিত না থাকার সুযোগে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রবণতা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতি নিয়মিত লঙ্ঘন করলেও অভিযুক্ত সংস্থাকে জবাবদিহির আওতায় না আনা; এবং
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট আইএমইডি এবং মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিদপ্তরের সাথে বিসিসিটিএফ'র মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও কোনো কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা নেই।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রধান সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও নীতি/কৌশল/অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং প্রশমন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসন নিশ্চিতে নিম্নোক্ত প্রধান সুপারিশসমূহ হলো-

- অবিলম্বে প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত অনুদানভিত্তিক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিতকরণে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের ওপর বাংলাদেশের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা;
- জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সবুজ জলবায়ু তহবিলসহ আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে অভিগম্যতা অর্জনে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর পথনকশা প্রণয়ন করা;
- কয়লা ও এলএনজির মতো জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক শক্তিতে বিনিয়োগ বন্ধ করে নবায়নযোগ্য খাতে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন নিশ্চিত করা;
- নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের অযৌক্তিক ব্যয় কমিয়ে সুলভে উৎপাদনে সরকারি প্রকল্পের ন্যায় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকারীদেরও একই ধরনের প্রণোদনা (কর অব্যাহতি এবং ক্যাপাসিটি চার্জ মুক্ত) প্রদান করা;
- বনায়ন ও বন্যপ্রাণী আবাস সংরক্ষণসহ বন ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকারমূলক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিত করা;
- প্রশমন কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সুশাসন নিশ্চিতে ফলপ্রসু পদক্ষেপ গ্রহণের বিবেচনা সাপেক্ষে প্রকল্প অনুমোদন দেয়া;
- তথ্যবোর্ডে আবশ্যকীয় উল্লেখিত বিষয় সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন সাপেক্ষে সকল প্রকল্প এলাকায় তথ্যবোর্ড স্থাপনসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
- প্রকল্প তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং প্রকল্পের সকল পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণসহ তৃতীয় পক্ষের স্বাধীন তদারকি নিশ্চিত করা;
- অভিযোগ গ্রহণের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন, মোবাইল নম্বর প্রদানসহ প্রকল্প এলাকায় গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
- জলবায়ু ট্রাস্ট তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১২ লঙ্ঘনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধানসহ নীতিমালা সংশোধন করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১০: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও ফলাফল গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসহ অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

.....